চিংড়িকথন

লেখক: তৌফিকুর রহমান | প্রকাশিত: 17 October 2026, 03:07 PM | বিভাগ: ফিচার

সতর্কতা: ইহা একটি রম্য রচনা

আজকের লেখাটা একটা গল্প দিয়ে শুরু করি। গল্পটা আমার মায়ের কাছ থেকে শোনা। এক দেশে এক গুরু আর তাঁর শিষ্য বাস করত। বহুকাল গুরুর কাছে শিক্ষা নেওয়ার পর শিষ্য ঠিক করল, তাঁর যথেষ্ট শিক্ষা নেওয়া হয়েছে এবার গুরুর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পালা। সে গুরুকে তাঁর ইচ্ছাটা জানালে গুরুও হাসিমুখে তাঁকে বিদায় জানালেন। শিষ্য গুরুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এদেশ-ওদেশ ঘুরে এক আজব দেশে এসে উপস্থিত হলো। সেখানে সব কিছুর এক দর, তেলের যে দাম ঘিয়েরও সেই একই দাম। ভাত, ডাল, তরিতরকারি সব এক দাম। সে তো দেখে মহাখুশী। সে তেলের দামে ঘি খেতে পারবে, ছোট মাছের দামে বড় মাছ! শিষ্য সেদেশেই থেকে যেতে মনস্থির করল। এক সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করে সে সেদেশেই থেকে গেল।

কিছুদিনের মধ্যেই ভালো ভালো ঘি-তরকারি খেয়ে সে বেশ নাদুশ-নুদুশ হয়ে উঠলো। এদিকে তাঁর জ্ঞান-গরিমায় সারাদেশ মুগ্ধ। বহু শিষ্য জুটে গেল তাঁর। একদিন তাঁর ডেরায় এক শিষ্যের গলার মালা চুরি হয়ে গেল। বহু খোঁজাখুঁজি করার পরও ওই মালাটি আর খুঁজে পাওয়া গেল না। ওই শিষ্যটি তখন কাজীর কাছে বিচার দিল। কাজী বিচারের রায় দিলেন, যেহেতু মালাটি আমাদের সেই শিষ্যের আস্তানা থেকে হারিয়ে গেছে তাই তাঁকেই এর দায় নিতে হবে। বিচারের শাস্তি শূলে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড! শিষ্যটি তখন এর প্রতিবাদ করল, সামান্য মালা হারিয়ে যাওয়ার শাস্তি কেন মৃত্যুদণ্ড হবে? কিন্তু এদেশে যে সবই এক! মানুষ হত্যার শাস্তিও মৃত্যুদণ্ড, আবার একটা আপেল চুরির শাস্তিও মৃত্যুদণ্ড! কিছুই করার নেই, এটাই নিয়ম। বিচারক নির্দেশ দিলেন পরের দিনই যেন আসামীকে শূলে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

এদিকে অনেকদিন প্রিয় শিষ্যকে না দেখে গুরুর খুব মন খারাপ লাগছিল। তাই তিনি তাঁর শিষ্যের খোঁজে বের হয়ে পড়লেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি যখন সেই তেল-ঘি এক দরের দেশে উপস্থিত হলেন তখন দেখেন এক জায়গায় অনেক লোক জটলা করছে, কেমন যেন একটা উৎসব উৎসব ভাব! গুরু ভীড় ঠেলে সামনে এগিয়ে দেখেন, তাঁরই প্রিয় সেই শিষ্যকে শূলে চড়ানোর প্রায় সকল প্রস্তুতি শেষ। এদিকে ভীড়ের মধ্যে গুরুকে দেখতে পেয়ে শিষ্য ভেউভেউ করে কেঁদে উঠলো। গুরুকে কাছে পেয়ে সে সব কথা খুলে বলল। গুরু সব শুনে চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেন, “শিষ্য, অনেক কিছুই তোমাকে শিক্ষা দিয়েছি, কিন্তু তুমি শিক্ষা শেষের আগেই তড়িঘড়ি করে চলে আসলে তাই একটা কথা তোমাকে বলা হয়নি, তা হলো, যে দেশে তেল আর ঘিয়ের দাম এক, সেদেশে থাকতে নেই! কিন্তু এখন আর সেকথা বলে কি লাভ!” এই বলে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে তিনি সেদেশ থেকে চলে গেলেন।

বলতে চাচ্ছিলাম ট্যালেন্ট ম্যনেজমেন্ট নিয়ে। ব্যাপারটা অনেকটা আমাদের এই গল্পের মতোই। যেখানে সবার মূল্য এক, সেখানে প্রকৃত মেধাবীরা থাকেন না। কেননা তাঁদের প্রয়োজন আর মানসিকতা অন্যদের চাইতে খানিকটা আলাদা। উচ্চ বেতন বা সুযোগ-সুবিধার কারণে যদি কেউ থেকেও যান তাহলে তাঁরাও সেই শিষ্যের মতোই সাময়িক আরাম-আনন্দের পর চোখের পানি ফেলেন! তাঁদের মাথা থেকে আর ভালো কিছু বের হয়না। আমি বিশেষ কিছু বুঝি না, তবে আমার গুরা ইচা মাছের মস্তিক যা বলে তা হলো, ট্যালেন্টকে আলাদাভাবেই স্বীকৃতি দিতে হয়।

সবার সাথে এককাতারে তাঁদের দাঁড় করালে তাঁরা বেশিদিন সেখানে থাকতে পারেন না। তাঁদের মাথা ভর্তি বুদ্ধি তো, তাই একটু আউলা টাইপ হয় আরকি! তাঁদের মনোযোগও বেশিদিন একদিকে স্থির থাকে না, তাঁরা নিত্য নতুন সৃষ্টি বা চ্যালেঞ্জের নেশায় থাকেন সারাক্ষণ। এদের অধিকাংশই মুক্তমনা, তাই বেশি নিয়মকানুনের বেড়াজালে তাঁদের আটকে রাখা কষ্টকর। তাঁদেরকে ধরে রাখতে হলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন কিছুটা শিথিল করতে হয় বইকি! তা না হলে তাঁদের সেরাটা আপনি কখনোই পাবেন না। যে আলাদা তাঁকে তো আলাদাভাবেই দেখতে হবে, তাই না?

আবার একটু চিন্তা করে দেখুন না, এরা ট্যালেন্টেড বলেই তো আপনি এদেরকে আপনার প্রতিষ্ঠানে নিয়ে

এসছেনে। আনার পর যদি আপনার মতো করইে তাঁদরে চালাতে চান তাহলে তাঁদরে ট্যালন্টেরে কি দরকার? খামাখা অতরিকি্ত টাকা খরচ! সব ট্যালন্টে আপনার একারই থাকলে আপনার আসলে দরকার হুকুম তামলি করার মতো একদল পাইক-পয়োদা। রোজ আপনি তাঁদরে হুকুম করবনে আর তাঁরা একান্ত বাধ্যরে মতো তা তামলি করব।ে রোজই এক রুটনি। এখানে বাইররে ট্যালন্টেরে কি প্রয়োজন? আপনার ট্যালন্টেরে প্রতি যে চ্যালঞ্জে ছুঁড়ে দবিে সইে ট্যালন্টে নয়িে এসে কনে খামাখা খাল কটেে কুমরি আনবনে? ফুল নতিে হলে সাথে কাঁটাও যে আসব!ে

যে কোনো প্রতষ্ঠিানে সাম্যতার অবশ্যই প্রয়োজন আছ।ে কন্তিু সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলার সৎ সাহসতো আপনার থাকতইে হব,ে তা নাহলে হয় সাদাই থাকবে না হয় কালো। দনি শষেে আপনার প্রতষ্ঠিানরে কর্মকান্ডতো সবই জাগতকি, মানে টাকা কামানোর ধান্ধা, থুক্কু, নজিরে নামকে চরিস্মরণীয় করে রাখার প্রয়াশ বা ভবষি্যত প্রজন্মরে ভবষি্যত গড়ে যাওয়ার প্রচষ্টো (ভয়ানক দার্শনকি কথাবার্তা!)।

তবে যতেে যতেে একটা কথা বলে যাই, মধোকে মধোর মতো করইে মূল্যায়ন করুন, কনেনা আপনার কাছে তলে আর ঘরি দাম এক হলওে ঘি কন্তিু তার দাম ঠকিই বোঝ।ে তলে খাবনে না ঘি খাবন,ে সদ্ধিান্ত আপনার।

© 2026 আপনার নউিজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষতি।
এই প্রতবিদেনটি আমাদরে ওয়বেসাইট থকেে ডাউনলোড করা হয়ছে।ে